**৫০ হাজার মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সাইলোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন**

ভাষণ

**শেখ হাসিনা**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাগেরহাট, বুধবার, ২৯ কার্তিক ১৪২০, ১৩ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু  আলাইকুম

৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সাইলোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন বিশ্বব্যাপী খাদ্য সঙ্কট চলছিল। চলছিল বিশ্বমন্দা।

সে সঙ্কট কাটতে না কাটতেই ২০০৯ সালের মে মাসে আইলা নামক এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় খুলনা-বাগেরহাটসহ দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে প্রাণহানির সংখ্যা কম হলেও ঘরবাড়ি, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমরা সে সময় মাসের পর মাস মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করেছি। কোন মানুষকে না খেয়ে থাকতে দেইনি।

আমরা তখনই পরিকল্পনা করি ভবিষ্যতে যাতে খাদ্যের জন্য অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে না হয়। এজন্যই আমরা খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কারণ মজুদের ব্যবস্থা না থাকলে উৎপাদিত খাদ্য একদিকে যেমন নষ্ট হয়ে যাবে, অন্যদিকে কৃষক তাঁর ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হবে।

এজন্য আমরা সারাদেশে খাদ্য গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে সরকারি খাদ্যগুদামের ধারণ ক্ষমতা ১৪ লাখ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এই ধারণ ক্ষমতা ২০১৫ সালের মধ্যে ২১ লাখ এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি, তখন দেশে ৪০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। ৫ বছরে আমরা বাংলাদেশকে ২৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য-উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। এই অর্জনের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এফএও আমাদের মর্যাদাপূর্ণ ‘‘সেরেস'' পদকে ভূষিত করে।

কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে আবার দেশকে খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে।

এবার আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কৃষিখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করি। মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই নন-ইউরিয়া সারের দাম কমিয়ে কৃষকের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীকালে আরও ২ দু-দফায় কৃষি উপকরণের দাম কমানো হয়। বর্তমানে টিএসপি ২২ টাকায়, এমওপি ১৫ টাকা এবং ডিএপি ২৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

রাসায়নিক সার, সেচ, জ্বালানি তেল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করার জন্য আমরা কৃষিতে বিপুল ভর্তুকির ব্যবস্থা করি। বিগত সাড়ে ৪ বছরে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্গাচাষীদের মধ্যে নামমাত্র সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

আমরা মাত্র ১০ টাকায় কৃষকদের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করেছি। কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি গবেষণার মাধ্যমে কৃষির নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য আমরা কৃষিবিজ্ঞানীদের জন্য আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছি।

এসব কর্মসূচির ফলে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩৩৩ লাখ মেট্রিক টন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা প্রায় ৩৭৩ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। আমরা দানা জাতীয় খাদ্যশস্য, আলু এবং শাক-সব্জিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

ডাল, তেল, মশলা ও ফল উৎপাদনে আমাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অন্যদিকে ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।

কৃষক যাতে তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়, সেজন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারি বাজার এবং ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেটসহ গাবতলীতে একটি কেন্দ্রীয় বাজার স্থাপন করা হয়েছে।

প্রায় ৬ লাখ মৎস্যজীবী পরিবারকে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। মাছের উৎপাদন ২৬ লাখ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে আমাদের মাছ উৎপাদনের সম্ভাবনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে দেশের কোথাও খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়নি। দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে ‘‘মঙ্গা'' দূর হয়েছে।

সুধি,

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সফল হওয়ায় দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্রতা ও অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রথম বিষয় ছিল ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনা। এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে এবং এজন্য বাংলাদেশকে এফএও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দরিদ্র জনসংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমিয়ে আনা। বাংলাদেশ ২০১২ সালের মধ্যেই এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

১৯৯০-১৯৯২ সালে বাংলাদেশের চরম দরিদ্র লোকের সংখ্যা ছিল তিন কোটি ৭২ লাখ। ২০১২ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই কোটি ৫৩ লাখ। চরম দরিদ্র জনসংখ্যা ৩৭ দশমিক ছয়ভাগ থেকে ১৬ দশমিক আটভাগে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

জাপান ডেড-ক্যানসেলেশন ফান্ড ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে মংলার এই ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার সাইলো কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সাইলো কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হবে। মংলা বন্দরের কাজের গতিশীলতা আসবে এবং মংলা বন্দরে খাদ্যশস্য খালাসের ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস পাবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্য করার জন্য আমি জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা বিগত ৪ বছর ধরে শতকরা ৬ ভাগের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

শুধু কৃষিক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, নারী উন্নয়ন, যোগাযোগ, দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থান, নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জঙ্গিবাদ দমন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সরকার দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন সাধন করেছে।

৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছি।

মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। আর এখন রিজার্ভ  ১৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা বিগত পৌনে ৫ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার মেগাওয়াটের মাইলফলকে পৌঁছেছি। ২০০৯ সালে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র দৈনিক ৩২০০ মেগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিক ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। বড় বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন নয়, এটি আজ বাস্তবতা। পদ্মাসেতু নির্মিত হবে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে।

আমরা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। তা হ'ল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। বিশ্বের বুকে আমরা একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। আমরা কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাই না। এই লক্ষ্য পূরণে আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সমর্থন কামনা করছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের আবারও অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।